মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

www.dhakaeducationboard.gov.bd

ঢাশিবো/বি/অ/৫৫/গোপাল ৯৪২ তারিখ: ৩০/১২/২১

বিষয়: প্রধান শিক্ষক(ভারপ্রাপ্ত) হিসাবে দায়িত্ব প্রদান প্রসংঙ্গে।

সূত্র: ১) ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের স্মারক নং- ঢাশিবো/বি/অ/৫৫/গোপাল/৫৫১ তারিখঃ ১১/১০/২০২১ মাধ্যমে(তদন্ত কমিটি গঠনের) প্রেরিত পত্র।

২) তদন্ত কমিটির কর্তৃক ১৪/১১/২০২১ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন।

৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর শিম/শা:১১/৩-৯/২০১১/২৫৬তারিখ ০৬/০৬/২০১১

৪) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.৫৭.২০১৬/২২৮৭ তারিখ:২৬/০৫/২০১৯

৫) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০২১ এর অনুচ্ছেদ ১৩ ও অনুচ্ছেদ ১৭.১০ এর নির্দেশনা।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রোক্ত (১) নং ক্রমিকে উল্লিখিত পত্রের মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

সূত্রোক্ত (২) নং ক্রমিকে উল্লিখিত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদ উপজেলাধীন মুকসুদপু পাইলট বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিকদার মিজানুর রহমান বিগত ৩০/০৭/২০২১ তারিখে তার চাকুরীর মেয়াদ ৬০(ষাট) পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টি কমিটি বিহীন অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ ০২(দুই)টি শূন্য রয়েছে। তদন্তকমিটির পর্যাবেক্ষণে দেখা যায় যে, কমিটির অবর্তমানে সভার কার্যাবিবরনীর মুল বহিঃ গোপন করে, ভুয়া কার্যাবিবরনী বহিঃ ও অভিভাবকের স্বাক্ষর জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে সিনিয়র শিক্ষক, সাইদুর রহমানকে প্রধান শিক্ষক(ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে নিজেকে (জনাব শিকদার মিজানুর রহমান) নির্দোষ প্রমানের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃত পক্ষে জনাব শিকদার মিজানুর রহমানের চাকুরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করা অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অনিয়ম করে আসছেন। আরোও উল্লেখ্য যে, বোর্ডের অনুমতি বিহীন কমিটি দ্বারা চাকুরী মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য সুপারিশ পূর্বক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন করেছেন যা গৃহীত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী শূন্য পদে জরুরী ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তদন্ত কমিটি সুপারিশ প্রদান করেছেন।

এমতাবস্থায় প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সূত্রোক্ত (৩ ও ৪ নং ক্রমিকে) উল্লিখিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সূত্রোক্ত (৫) নং ক্রমিকে উল্লিখিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০২১ এর অনুচ্ছেদ ১৩ ও অনুচ্ছেদ ১৭.১০ এর নির্দেশনা অনুসরণ করে বর্তমানে এম.পি.ও ভূক্ত শিক্ষকদের মধ্য হইতে জ্যোষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব প্রদান পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বোর্ডকে অবহিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

প্রাপক

জেলা শিক্ষা অফিসার
গোপালগঞ্জ।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের আদেশক্রমে

স্বা:
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা।

মেমো নং- ৯৪২(৯) তারিখ: ৩০/১২/২১

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন,ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, ব্যানবেইস, নীলক্ষেত,ঢাকা।
৪। পরিচালক, পরির্দশন ও নিরিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা।
৫। উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল,ঢাকা।
৬। জেলা প্রশাসক,গোপালগঞ্জ।
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ,গোপালগঞ্জ ।
৮। পি,এস টু চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা।
৯। অফিস কপি।

৩০/১২/২০২১

বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,ঢাকা।

৩০/১২/২১